EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 8802-55662000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের বক্তব্য কো-অপারেশন এ্যাফ্লোট রেডিনেস এন্ড ট্রেইনিং (ক্যারাট) ২০১৫ সমাপনী বক্তব্য

৪ঠা অক্টোবর, ২০১৫
বাংলাদেশ নৌঘাঁটি ঈসা খাঁন, চট্টগ্রাম

- রিয়ার অ্যাডমিরাল হাবিব (কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌবাহিনী,
- কমান্ডার খালেদ (কমোডর, কমান্ডিং বাংলাদেশ নেভাল ফ্লোটিলা)
- আজকে যারা ক্যারাটে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত আছেন তাদেরকে আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন।

আজ ঈসা খাঁন তে এসে এবং বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর মধ্যে আমাদের দৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দেখতে পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি। সম্প্রতি আমি চতুর্থ বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিয় নিরাপত্তা বৈঠকে অংশগ্রহণ করি যেখানে আমাদের দু'দেশের সরকার আমাদের নিরাপত্তা সহযোগিতা পর্যালোচনা করে এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা নিয়ে আলোচনা করে যাতে করে আমরা আমাদের সাফল্য অব্যাহত রাখতে পারি। সামুদ্রিক নিরাপত্তা আমাদের দু'দেশের নিরাপত্তা সম্পর্কের ভিত্তি এবং সামনের বছরগুলোতেও তা অব্যাহত থাকবে।

প্রায় সত্তর বছর ধরে, আন্তর্জাতিক আইনের ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্র, তার বন্ধু ও সহযোগীদের সাথে একত্রে এশিয়ার নিরাপত্তা এবং নৌচালনার স্বাধীনতা বজায় রেখেছে যা কিনা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা জোরদার করে। এটা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবায়ন করেছে সমগ্র সরকার কৌশল। আমরা কাজে লাগিয়েছি কূটনীতি, নিযুক্ত করেছি বহুমুখী

প্রতিষ্ঠান, সমর্থন দিয়েছি আন্তর্জাতিক আইন এবং মানদন্ড, এবং গঠন করেছি সামুদ্রিক ক্ষমতা। আমাদের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ইন্দো এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সামুদ্রিক এলাকা সচেতনতা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করছে।

সমুদ্রের স্বাধীনতার অর্থ শুধু আন্তর্জাতিক জলপথে বাণিজ্যিক নৌযান স্বাধীনভাবে চলতে পারা নয়। সমুদ্রের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী, সব ধরণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং আইন মেনে সমুদ্র ও আকাশপথে সামরিক জাহাজ ও বিমান ব্যবহার করা।

অবৈধ মানব পাচার এবং মাদক পাচার রোধে ও অন্যান্য জলদস্যু বিরোধী বাংলাদেশ সরকারের নেয়া পদক্ষেপ আমরা সম্মান করি। এই উদ্যোগ আরো সাহায্য করবে অন্যান্য বহুজাতিক অপরাধ মোকাবেলায় যার মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাসবাদ। যুক্তরাষ্ট্র স্বাগত জানায় অন্যান্য সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করার যাতে করে বঙ্গোপসাগরে, বাংলাদেশের ইইজেড ও পুরো ইন্দো এশিয়া প্রশান্তে পাচার ও চোরাচালন কমিয়ে আনা যায়।

সামুদ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ক্যারাট বাংলাদেশ ২০১৫। আমাদের দুই দেশের পারস্পরিক আগ্রহের ভিত্তিতে । আপনাদের পেশাদারিত্ব এবং এই অংশীদারিত্বকে সফল করে তুলবে।

আমাদের নৌবাহিনীকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হয়। জলদস্যুতা ও চোরাচালান অব্যাহতভাবে একটি উদবিগ্নতার কারন হয়ে থাকবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যখন বাণিজ্যিক জাহাজ ও বিমান বিপদে পড়বে তারা যেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তল্লাশি ও উদ্ধার তৎপরতার উপর নির্ভর করতে পারে।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হবে এবং তাদের তখন দ্রুত মানবিক সহায়তার প্রয়োজন হবে যা আমাদের মত নৌবাহিনী প্রদান করতে পারবে। বাংলাদেশের অংশীদার ও প্রতিবেশীদের প্রয়োজনের সময় মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগকালীন ত্রান প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয় হিসাবে দৃশ্যত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে

সহায়তা করে থাকে। এই ধরনের অপারেশনের ক্ষেত্রে ক্যারাট আমাদের ব্যেক্তিগত সক্ষমতাকে গড়ে তোলে।এছাড়াও এটি আমাদেরকে একসাথে কাজ করার, একে অপরকে ভালভাবে বোঝার ও একত্রে স্থায়ী মিমাংসার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনার সুযোগ করে দেয়। ক্যারাটের মত যৌথ মহড়া আমাদের দুই দেশের নৌবাহিনীর আন্তঃক্রিয়াকে গড়ে তোলে যা আমাদের সক্ষমতাকে দিগুন করে এবং যেকোনো প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার পথ বাতলে দেয়।

আন্তঃক্রিয়ার কথা ভেবে এবং নিরাপত্তা সংলাপের সময় আলোচিত হওয়া একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করে আমি আপনাদেরকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিঃ একটু ভেবে দেখুন মিউচুয়াল লজিস্টিক সিকিউরিটি চুক্তিটি কিভাবে আমাদের নৌবাহিনীকে সমুদ্রের যেকোনো জায়গায় দ্বিপাক্ষীয় রি-ফুয়েলিং ও রি-সাপ্লাই অপারেশনে ইতিবাচকভাবে উপকৃত করবে,সেটি দুর্যোগ বা হুমকির ক্ষেত্রে হোক অথবা প্রশিক্ষণের সুযোগই হোক না কেন। এই লজিস্টিক সিকিউরিটি চুক্তি আমাদের দুই দেশের নৌবাহিনীকে জনগণের প্রয়োজনে ও বঙ্গপো সাগরে নিরাপত্তা প্রদানে আরও দ্রুততর ও আরও প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলবে। এছাড়াও এই ধরনের চুক্তি আমাদের সফল দ্বি পাক্ষীয় সহযোগিতাকে যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় আরও বিস্তৃতভাবে গড়ে তোলার সুযোগ করে দিবে।

পরিশেষে ক্যারাট বাংলাদেশ ২০১৫-তে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ- আমাদের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের পঞ্চম উদাহরণ। সমুদ্রের অব্যাহত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির জন্য আপনাদের ধন্যবাদ, বিশেষ করে বঙ্গপো সাগরের জন্য।

আমাদের উচিত হবে *সমুদ্রঅভিযান*-এর আগমনকে স্বীকৃতি জানানো, যেটি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যাত্রা শুরু করবে তার নতুন ঠিকানা চট্টগ্রামে আসার জন্য। আমরা আশা করি সর্বশক্তিমান *সমুদ্র অভিযানের* সকল কলাকুশলীদের নিরাপদে তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরিয়ে আনবেন। আগামীর ক্যারাট অনুশীলনের সময় *সমুদ্রজয়* ও *সমুদ্রঅভিযান*-এর একসাথে মহড়ায়

অংশ নেওয়া ও আমাদের এই দুই জাতীর মধ্যকার টেকসই ও ক্রমবর্ধামান নৌবাহিনীর সম্পর্ক দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*